খুব অল্প খরচে যে কোনো বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দি পত্রিকায় খুব কম খরচে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।
নাম চেঞ্জ, বিজ্ঞপ্তি, হারানো প্রাপ্তি, পাত্রপাত্রী, কর্মখালি
আনন্দবাজার পত্রিকা The Telegraph THE TIMES OF INDIA দৈনিক যুগশঙ্খ বর্তমান প্রতিদিন সন্মার্গ প্রভাত খবর
9232633899 THE ECHO OF INDIA

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 09 ❑ Issue 24 ❑ 28 Aug., 2025 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে ALANKAR অলঙ্কার যশোহর রোড • বনগাঁ
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা M : 9733901247

বনগাঁয় জলমগ্ন এলাকা ও ত্রাণ শিবির পরিদর্শন করলেন জেলাশাসক

দাবি ইছামতি সংস্কারের

প্রতিনিধি ঃ প্রতিবছর বর্ষার সময় বনগাঁ মহকুমার একাধিক এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। এতে চরম সমস্যায় পড়েন সাধারণ মানুষ।

বৃহস্পতিবার উত্তর ২৪ পরগনার জেলাশাসক শরৎকুমার দ্বিবেদী বনগাঁ মহকুমার ঘাটবাওড় পঞ্চায়েতের জলমগ্ন এলাকা ও ত্রাণ শিবির পরিদর্শন করলেন। এলাকার মানুষ জেলাশাসককে কাছে পেয়ে দীর্ঘদিনের দাবি ইছামতি নদী সংস্কারের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। তাঁদের অভিযোগ, নদীর সঠিক সংস্কার না হওয়ায় প্রতিবছর বর্ষার সময় জল জমে ব্যাপক দুর্ভোগ পোহাতে হয়। বনগাঁ পৌরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডের নয়া গোপালগঞ্জ এলাকায়র ত্রাণ শিবির ও জলমগ্ন এলাকা ঘুরে দেখেন জেলাশাসক। এদিনের পরিদর্শনে জেলাশাসকের সঙ্গে ছিলেন বনগাঁ মহকুমা শাসক উর্মি দে বিশ্বাস এবং বনগাঁ পৌরসভার চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ। বনগাঁর মহকুমা শাসক উর্মি দে বিশ্বাস বলেন, আজকে জেলাশাসক এসেছিলেন, ছয়ঘরিয়ায় আমার পাড়া আমার সমাধান কর্মসূচিতে গিয়েছিলেন। তারপর বন্যা দুর্গত এলাকা পরিদর্শন করেন।

বন্যা দুর্গতদের পাশে বনগাঁ পৌরসভা, ত্রাণ পৌঁছে দিলেন চেয়ারম্যান

রাহুল দেবনাথ ঃ প্রায় দেড় মাস ধরে চলতে থাকা টানা বর্ষণে জলমগ্ন বনগাঁ পৌরসভার বেশিরভাগ ওয়ার্ড, তার মধ্যে গত কয়েকদিনের বর্ষণে বিপর্যয় আরো বেড়েছে। একদিকে বৃষ্টির জলে, অপরদিকে ইছামতীর জলে প্লাবিত হয়েছে বহু এলাকা, ঘর ছেড়ে অনেকে আশ্রয় নিয়েছে ফ্লাড সেন্টারে, এই বন্যা দুর্গত মানুষদের যাতে খাদ্য সংকট না হয়, তার জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বনগাঁ পৌরসভা বিভিন্ন ওয়ার্ডে পৌরসভার পক্ষ থেকে শুকনো খাবার এবং নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। সোমবার ইছামতির পার্শ্ববর্তী দুটি ওয়ার্ড ১ নম্বর ও ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বানভাসি মানুষদের কাছে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দিলেন বনগাঁ পৌরসভার চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ। তার সঙ্গে ছিলেন ১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর দিপালী বিশ্বাস।

এ বিষয়ে বনগাঁ পৌরসভার চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ বলেন, প্রবল বর্ষণে বনগাঁ পৌরসভার প্রায় ৫ হাজার মানুষ বানভাসি, তাদের কাছে প্রতিনিয়ত খাদ্য সামগ্রী থেকে শুরু

করে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ দিয়েছেন, কোন বানভাসি মানুষ যেন অভুক্ত না থাকে। আজ ১ নম্বর এবং ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বানভাসি মানুষদের কাছে এক সপ্তাহর খাবার পৌঁছে দেওয়া হল। বন্যা দুর্গতদের পাশে বনগাঁ পৌরসভা সব সময় আছে।

পৌরসভার ব্যবস্থাপনায় খুশি বন্যা দুর্গতরা তারা ধন্যবাদ জানাচ্ছেন বনগাঁ পৌরসভা কে, তারা জানান প্রাকৃতিক দুর্যোগে কারোরেই হাত থাকে না, ৪-৫ বছর ধরে এরকম সমস্যা হয়নি এ বছর আবার অতি বৃষ্টিতে আমরা বানভাসি। তবে আমাদের দুর্দিনে বনগাঁ পৌরসভার চেয়ারম্যান যেভাবে আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে আছে তাতে আমরা কৃতজ্ঞ। আমাদের খাবারের সমস্যা মিটেছে। যার ফলে আমাদের অনেক দুশ্চিন্তা কমে গেছে।

ঠাকুরবাড়িতে গিয়ে বিজেপি বিধায়ক সুব্রত ঠাকুরের বাধার মুখে কংগ্রেসের প্রতিনিধি দল

প্রতিনিধি ঃ ঠাকুর বাড়িতে গিয়ে বিজেপি বিধায়ক সুব্রত ঠাকুরের বাধার মুখে কংগ্রেসের প্রতিনিধি দল। যে ঘটনা নিয়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গাইঘাটা থানার ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়ি এলাকায়।

কংগ্রেস নেতারা জানিয়েছেন, ধর্ম নিয়ে রাজনীতি চলবে না, মতুয়া ভক্তদের পুর্ণ্য ভূমি ঠাকুরবাড়িকে রাজনীতি মুক্ত করতে হবে, এই দাবিতে বৃহস্পতিবার সকালে ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়িতে গিয়েছিলেন জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধি দল। প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা কংগ্রেসের সভানেত্রী ইন্দ্রানী দত্ত চ্যাটার্জী। এদিন ঠাকুর বাড়ি জুড়ে সিএএ ফরম ফিলাপ ও ধর্ম সার্টিফিকেট দেওয়ার শিবির চলছে। অভিযোগ, নাট মন্দিরের সামনে মতুয়া ভক্তদের সঙ্গে কথা বলার সময় বিজেপি বিধায়ক তথা ঠাকুরবাড়ির

তৃতীয় পাতায়...

অনুপ্রবেশকারী সহ গ্রেফতার দালাল

প্রতিনিধি ঃ চোরা পথে ভারতে প্রবেশ করে দালালের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল এক বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী। খবর পেয়ে পুলিশ অভিযান চালিয়ে বাংলাদেশি সহ দালালকেও গ্রেফতার করল পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে বাগদা থানার মালিপোতা দিয়াড়া এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত বাংলাদেশির নাম মুস্তাক আহামেদ। বাড়ি বাংলাদেশে স্বরূপদহ। ধৃত ভারতীয় দালালের নাম আরব আলী মণ্ডল, সে মালিপোতা এলাকার বাসিন্দা।

প্রধানের বিরুদ্ধে গাছ বিক্রির অভিযোগ

প্রতিনিধি ঃ পঞ্চায়েতের পার্কের মধ্যে থেকে গাছ কেটে বিক্রি করার অভিযোগ উঠল পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার বাগদার প্রাক্তন বিধায়ক দুলাল বর সাংবাদিক সম্মেলন করে এমনই অভিযোগ আনলেন। তিনি ইতিমধ্যেই রাজ্য ও জেলা বনদপ্তরে লিখিত অভিযোগ জানিয়ে তদন্ত চেয়েছেন, ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। অভিযুক্ত প্রধানের নাম সঞ্জিত সরদার। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তিনি।

জানা গিয়েছে, বাগদা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় একটি পার্ক রয়েছে। সেই পার্কের মধ্যে বেশ কিছু গাছ এবং জঙ্গল রয়েছে। দুলাল বাবুর অভিযোগ, ওই পার্কের মধ্যে মোটা মোটা গাছ জেসিবি দিয়ে তুলে পরিষ্কার করে সেগুলো বিক্রি করেছে প্রধান এবং তার সহযোগীরা। অভিযোগ অস্বীকার করে প্রধান বলেন, কয়েক মাস আগের ঘটনা। বৃষ্টির সময় ওই পার্কের মধ্যে বড় জঙ্গল ছিল। বাইরের ছেলেরা এসে নেশা করত। একটি গাছ ভেঙে বিপদজনক অবস্থায় ছিল। এলাকার মানুষজন পার্কটি সংস্কার করেছেন,

তৃতীয় পাতায়...

সুব্রত ঠাকুরের তৃণমূলে যোগদান নিয়ে জল্পনা, সম্ভাবনা ওড়ালেন সুব্রত

প্রতিনিধি ঃ দুই ভাইয়ের বিরোধের জেরে বিজেপির গাইঘাটার বিধায়ক সুব্রত ঠাকুর তৃণমূলে যোগদান করবেন কিনা তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে গাইঘাটা জুড়ে। তার কারণ, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের সঙ্গে তার দাদা সুব্রত ঠাকুরের বিবাদের মধ্যে সুব্রত বাবুর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মমতা ঠাকুর। ঠাকুরবাড়িতে আসা ভক্তরা জানাচ্ছেন, সুব্রত ঠাকুরের সঙ্গে মমতা ঠাকুরের পাশাপাশি বসে কথা বলা বা সুব্রতর পাশে দাঁড়ানোর ঘটনা শেষ কবে ঘটেছে তা তারা মনে করতে পারছেন না। বরং শান্তনু বাবু এবং সুব্রত বাবুর সঙ্গে মমতা দেবীর দীর্ঘদিনের লড়াই চলে আসছিল।

গত শনিবার গাইঘাটার মতুয়া ঠাকুরবাড়িতে নাট মন্দিরে নাগরিকত্ব সংশোধন আইনে আবেদন করার শিবির করা নিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে গোলমাল বাধে। তাদের মা ছবি ঠাকুর মমতা দেবীর কাছে গিয়ে বিষয়টি জানান। এরপর এই মমতা দেবী নাট মন্দিরে যান এবং সুব্রতর সঙ্গে পাশাপাশি বসে আলোচনা করেন এবং তার পাশে দাঁড়ান। সুব্রত ঠাকুর এবং মমতা ঠাকুর কে একসঙ্গে দেখার পরই সুব্রত ঠাকুর তৃণমূলের যোগদান

তৃতীয় পাতায়...

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৯ ❒ সংখ্যা ২৪ ❒ ২৮ আগস্ট, ২০২৫ ❒ বৃহস্পতিবার

স্বভূমে বাঙালী নিগ্রহ মনে করায় ব্রিটিশ শাসন

'মোদের গরব, মোদের আশা/ আ-মরি বাংলা ভাষা।' প্রতুল প্রসাদের গানটি বাঙালী হিসাবে প্রত্যেক বাংলাভাষীর হৃদয়কে দোলা দেয়। মাতৃভাষার সুবাদে আমরা বাঙালী। বৃহত্তর অর্থে আমরা ভারতীয়। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আমরা সকলেই ভারতীয়। রবি ঠাকুরের 'পুণ্যতীর্থ, মহামানবের সাগরতীর—' আমাদের গর্বের ভারতবর্ষ। আর্য- অনার্যের সংমিশ্রণে পরিণত হয়েছে পুণ্যতীর্থে। ভারতীয় সংবিধানও সকল ভাষা- ধর্মকে সমান ভাবে মান্যতা দেয়। সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন রাজ্যে বাঙালী পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর নির্যাতনের খবর বাঙালী হৃদয়কে ব্যথিত করেছে। গঠিত হয়েছে বিভিন্ন প্রতিবাদী সংগঠন। নিজভূমে বাঙালী নিগ্রহ আরও মর্মস্পর্শী। শিয়ালদহের কার মাইকেল হোস্টেলের ছাত্র নিগ্রহের ঘটনা বড়ই হৃদয় বিদারক। ঘটনাটি যে ব্রিটিশ শাসনকে মনে করিয়ে দেয়। শারদোৎসব সমাগত। বাঙালীর শ্রেষ্ঠ উৎসবের আগমনের খবরে আনন্দে মেতেছে সমগ্র বাঙালী সমাজ। তার উপরে প্রকৃতি বিরূপ। অতিবৃষ্টিতে অনেক জায়গা জলমগ্ন। ঘরবাড়ি ছেড়ে অনেকে আশ্রয় নিয়েছে ত্রাণ শিবিরে। '২৬-এ পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন। রাজনৈতিক দলগুলি সদা তৎপর তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে। শাসক শিবিরে তীব্র উৎকণ্ঠার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে SIR নামক জুজু! সব মিলিয়ে বিধ্বস্ত পশ্চিমবাংলা; বিধ্বস্ত বাঙালী সমাজ! মহামায়ার আগমনে শান্তি বর্ষিত হোক এই বাংলায়— এই আশায় বাঙালী সমাজ।

সবার উপরে মানুষ সত্য : প্রসঙ্গ মানবাধিকার

দেবাশিস রায়চৌধুরী

পূর্ব প্রকাশের পর...

ICCPR- এর মূলধারা গুলি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ধারণা তৈরি করা গেল। এবার আমরা বিস্তারিত ভাবে দেখি— ICESCR (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights / আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত চুক্তি) কী, কেন তৈরি হয়েছে এবং এর ধারা বা বিধানগুলো কী কী।

UDHR কেন কোন পরিস্থিতিতে তৈরি হয়েছিল এর আগে একাধিকবার তা আলোচিত হয়েছে। ICCPR — এর মূল উদ্দেশ্য প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করা হল। এবার ICESCR নিয়ে কিছুটা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা যাক।

ICESCR-এর মূল উদ্দেশ্য হল এমন একটি বিশ্ব গড়ে তোলা যেখানে প্রত্যেক মানুষ "ভয় ও অভাবমুক্ত" একটি মর্যাদাপূর্ণ জীবন উপভোগ করতে পারে । এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য, জীবনের মৌলিক প্রয়োজনীয়তা যেমন কাজ, খাদ্য, আবাসন, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা এবং সংস্কৃতি প্রভৃতি যথেষ্ট ও সমতার ভিত্তিতে প্রত্যেকের কাছে উপলব্ধ থাকবে এগুলি চুক্তিটি নিশ্চিত করে। ICESCR-এর লক্ষ্য হলো মানবাধিকার, স্বাধীনতা এবং সামাজিক ন্যায়বিচারকে একই সঙ্গে উপভোগের সুযোগ সৃষ্টি করা ।

ঐতিহাসিক বিভাজনটি কেবল একটি পদ্ধতিগত বিষয় ছিল না, বরং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারগুলোর প্রকৃতি এবং তাদের আইনি প্রয়োগযোগ্যতা (Justiciability) নিয়ে একটি দীর্ঘস্থায়ী বিতর্কের জন্ম দেয় ।

অবশ্য দীর্ঘকাল ধরে, এই অধিকারগুলো ICCPR-এর অধিকারগুলোর তুলনায় কম "বাধ্যবাধকতামূলক" বা "প্রয়োগযোগ্য" বলে ভুল ধারণা প্রচলিত ছিল। এই বিভাজনটি আরও বেশি দৃষ্টিগোচর হয় যখন দেখা যায় যে, ICCPR-এর জন্য একটি ঐচ্ছিক অভিযোগ প্রক্রিয়া চালু আছে, কিন্তু ICESCR-এর জন্য তা নেই। এই প্রক্রিয়ার অনুপস্থিতি আন্তর্জাতিক বিচার ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার (ESCR) সম্পর্কিত কেসগুলিতে বিচার প্রক্রিয়াও বেশ কিছু সমস্যা ও বাধার সম্মুখীন হয়।

চলবে...

অভুক্ত মানুষ ও পশুদের সেবায় নীল আকাশ

নীরেশ ভৌমিক ঃ প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই চাঁদপাড়ার নীল আকাশ সংস্থার সদস্যগন সেবামূলক নানান কাজকর্ম করে আসছে। গত ২৪ আগষ্ট সংস্থার সদস্যগন পথ কুকুরদের সেবায় পথে নামেন।

এদিন অবলা প্রাণী পথ কুকুরদের একবেলা খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে গাইঘাটার বকচরা বাজার এলেকায় আসেন। সেখানকার বাজার এলেকায় এবং পার্শ্ববর্তী এলেকার অলিতে গলিতে ঘুরে বেড়ানো সারমেয়দের সামনে নিজেদের রান্না করা মাংস-ভাত তুলে দিয়ে আমন্ত্রন জানান।

এদিন শুধু সারমেয়দেরই খাইয়ে থেমে থাকেননি নীল আকাশের সদস্যগন।তাঁরা ছুটেযান গাইঘাটা ব্লকের সীমান্তবর্তী ইছামতী নদী তীরবর্তী ঝাউডাঙা ও শশাডাঙা অঞ্চলের বন্যাদুর্গত মানুষজনের পাশে তাঁরা তাদের হাতে খাবার তুলে দেন।

ভ্রমণ ঃ

কাশ্মীর-এ এক পরিবার

অজয় মজুমদার

গত সপ্তাহের পর...

এবার আমরা গেলাম শালিমার বাগে। এই উদ্যানের অন্য নাম হলো ফারাহ বকশ এবং ভয়েজ বকশ। এটি একটি পাবলিক পার্ক এবং শ্রীনগরের মুকুট নামেও পরিচিত। প্রতিষ্ঠা করেন মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর ১৬১৯ সালে। সম্রাট জাহাঙ্গীর ও তার স্ত্রী নুরজাহান গ্রীষ্মকালে দিল্লি থেকে তাদের দলবল নিয়ে কমপক্ষে ১৩ বার শ্রীনগর চলে আসেন। শালিমারবা ছিল তাদের গ্রীষ্মকালীন বসবাসস্থান এবং রাজদরবার। পরিচ্ছন্ন একটি উদ্যান। এটাই কাশ্মীরের বড় উদ্যান। বর্তমানে সাধারণ মানুষের জন্য এই উদ্যানকে খুলে দেওয়া হয়েছে। আমার একবার টয়লেটে যেতে হয়েছিল। টয়লেট থেকে বেরোনোর পরই স্কুল ইউনিফর্ম পরা সাত আট বছরের তিন চার জন ছেলে টয়লেট দেখে গেল। এবং অসুবিধা দেখলে জল দিয়ে পরিস্কার করে ফেনাইল দিয়ে যাবে। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম ওরা এই গার্ডেনের মধ্যেই একটা প্রাইমারি স্কুলের ছাত্র। ওদের কাজ হল সপ্তাহে দুদিন টয়লেট গুলো দেখভাল করা গ্রুপ করে। এইসব সামাজিক কাজে শিশুদের কর্তৃপক্ষ নিয়োজিত করেছে। শিশুদের এইভাবে দায়িত্ব বন্টনের মধ্যে দিয়ে সুনাগরিক তৈরির প্রচেষ্টা অনন্য চিন্তা ভাবনা। শ্রীনগর দেখার আরো অনেক কিছুই আছে। যেখানে সেখানে বহু পুরনো পুরনো চিনার গাছ। রয়েছে চারিদিকে পাহাড়, মাঝখানে এরকম মাইলের পর মাইল সমভূমি খুবই বিরল। শ্রীনগরের ভাষাতে হিন্দি নেই, আছে উর্দু ও দেশ ওয়ালি ভাষা। অনেকেই বাংলাটা বোঝে, কারণ বাঙালির মত ভ্রমণপিপাসু কমই আছে। শ্রীনগরের যত শাল ও শীতবস্ত্রের ব্যবসায়ী. তারা পশ্চিমবঙ্গে যায়। তাদের সঙ্গে তো বাঙ্গালীদের একটা আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এজন্য তারাও বাংলা বুঝতে পারে। অনেকে বলতেও পারে। শ্রীনগর থাকাকালীন প্রত্যেকদিন ঘুম ভাঙত ভোরের আজানের সুরে।

পরের দিন সকালে আমাদের পরিবারের সকলকে নিয়ে চলে আসি চিনার লেকের সামনে। ওখানেই আমাদের বাস অপেক্ষা করছিল। আর শ্রীনগর থেকে বিদায়, আমরা যাব কাটরা। সেই জম্মু রাস্তা ধরে। মাত্র ৩৯ কিলোমিটার আগে কাটরা রাস্তা। সকাল সাড়ে ছটায় বাস ছাড়লো শ্রীনগর থেকে। ব্রেকফাস্ট ও লাঞ্চ সঙ্গে নিয়ে ড্যামেজার সুব্রত উঠে পড়েছে ওর চার সহযোগী নিয়ে।এরাও মুহূর্তের মধ্যে রান্না করে ফেলে। এই চারজন একে অন্যের পরিপূরক। গোপাল, গৌতম, গৌর, সুকুমার, পরিবারের প্রধান নারায়ণ সাহা। সেজন্যে কোন চিন্তা নেই। সবকিছু সুন্দরভাবে চলবে। নানা জানা-অজানা জায়গার উপর দিয়ে আমরা চলছি। আমরা এখন উদমপুর জেলার ওপর দিয়ে যাচ্ছি। বেশ বড় শহর। ওই শহরের কর্মব্যস্ততার পরিচয় পেলাম। এখানে ভারতীয় সেনাবাহিনী আবাস রয়েছে। এবার এলাম পাটনিটপ। এখানে আমাদের বাস কিছুক্ষণ দাঁড়ালো। এখানে নেমে সকলেই ছবি তুলতে ব্যস্ত। এটাও বেশ বড়সড় গঞ্জ। ভূতনাথ ও জেঠু নানা পোজে ফটো তুলতে ব্যস্ত। এভাবে সারাদিন বাস চলল। বিকাল পাঁচটা নাগাদ আমরা কাটরার দুর্গা রেসিডেন্সিতে পৌঁছলাম। রিসেপশনে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরই আমাদের ঘরের চাবি হারুবাবু দিলেন। লিফটে করে

তিনতলায় পৌছালাম। আমাদের লাগেজ ঘরের সামনে পৌঁছে দিয়েছে হোটেল বয়েরা। দরজা খুলতেই দেখি ঘর না স্বপ্নপুরি! কে জানে! জানালার পর্দা সরিয়ে দেখলাম সত্যিই— এ যেন স্বর্গপুরী! সামনেই ফোর লেনের রাস্তা ও তারপরেই সবুজ পাহাড়। রাস্তা দিয়ে এগোলেই কাটরা স্টেশন, যা সবে উদ্বোধন হয়েছে।

খাওয়া দাওয়া শেষ করে রাত দশটায় আমরা বৈষ্ণোদেবী দর্শনে বের হলাম। সারারাত ধরে পাহাড়ে হাঁটবো।

চলবে...

উপন্যাস

বেঙ্গালুরু উবাচ ১

পীযূষ হালদার

গত সপ্তাহের পর...

আমি দেখলাম, দিদি বাঁকা চোখে জামাইবাবুর দিকে চাইল। মিতার উদ্দেশ্যটা জামাইবাবু ঠিক ধরতে পারেনি। আসলে ভাইজি খুব স্নেহেরপাত্রী। স্নেহেরবশে হাট ঘোরার অনুমতি দিয়েছে। দিদির এভাবে তাকানোর অর্থ আমি বুঝতে পেরেছি। দিদি চাইছে না আমি মেয়েটার সাথে একা একা ঘুরি। দুজনেরই উঠতি বয়স। আর মিতার তো কথাই নেই। ১৫-১৬ বছরের সতেজ মেয়ে। প্রথম যেদিন মিতাকে দেখেছিলাম, আমার রেখার কথাই মনে হয়েছিল। রঙ,ঢঙ,চলা, বলা সব একই রকম। এরকমই সতেজ মেয়ে ছিল রেখা। তার পরিণতি কী হয়েছিল আমি জানি যাই হোক, জামাইবাবু যখন যাওয়ার কথা বলেছেন আমি আর না বলতে পারি না।

ওদের থেকে একটু চোখের আড়াল হয়েই, মিতা আমার হাত ধরল। উত্তপ্ত শরীরের ছ্যাঁকা, আমার মতো ছোট এক কিশোরের মনেও আগুন ধরাতে পারত। আমি আগের থেকে মনে মনে ঠিক করেই ছিলাম মিতাকে ধারে কাছে বেশি ঘেঁষতে দেওয়া যাবে না। কল্পনার হিংসা হবে। শরীরটাকে পাশে সরিয়ে রাখলে মনটাকে আনন্দলোকে পাঠিয়ে দেওয়া যায়। কল্পনাই আমার আনন্দ। আমি মিতার হাত থেকে নিজের হাতটা মুক্ত করলাম। বললাম, " মিতাদি একটু আশেপাশে তাকিয়ে দেখো, সকলে কেমন দেখছে। বেশিরভাগ দোকানদার আমাকে চেনে। ওরা সব কী বলবে!

একটু মিচকি হেসে জানালো, "যা মনে করে করুক। এটা আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। ওরা নাক গলাতে যাবে কেন! আমাদের ওখানে কেউ অতো কিছু মনে করে না। বড়দের শুধু খুঁতখুতানি। নিজেরা যখন ফষ্টিনষ্টি করে, তখন সেসব মনে থাকে না!"

আমি চমকে উঠলাম। এটাতো একটা বড় সচেতন মানুষের কথা। আমার তো এসব সম্পর্কে এখনও কোনও চেতনাই নেই। মিতা এত কথা শিখল কী করে ! নিশ্চয়ই কোনও পূর্বঅভিজ্ঞতা থেকেই এসব কথা বলছে। আমি আর ঘাটতে সাহস পেলাম না। চুপচাপ থেকে দুজনে এগিয়ে যেতে লাগলাম। পুরো হাটটা একটা চক্কর দিয়ে বাদাম কিনে নৌকায় আসলাম। নৌকা অনেকখানি ভর্তি হয়ে গিয়েছে। আর দিদি জামাইবাবুর পাশে বসা হল না। মিতা আমাকে দাঁড়াতে বলে, এগিয়ে যেতে লাগল বাদামের ঠোঙাটা দেবে বলে। দূর থেকে দিদি হাত নেড়ে যেতে বারণ করল। তবুও মিতা একটু উঁচ্চ স্বরে বলল, " কাকি, তোমাদের কিছু বাদাম দেবো। আমি পাশ দিয়ে পাশ দিয়ে যাচ্ছি। কিচ্ছু হবে না।"

দিদি জোরে জোরে হাত নেড়ে মুখে বলল, "না না, তোকে বাদাম দিতে আসতে হবে না। পড়ে যাবি। সাথে সাথে জামাইবাবু বলল, "আরে না না কিছু হবে না। ও বাদাম দিতে আসতে চাইছে দিয়ে যাক না।"

এবার আরও উৎসাহিত হয়ে মিতা নৌকার ধার দিয়ে ধার দিয়ে চলতে লাগল। কম দূরত্ব না। এদিকের গোলুই থেকে নৌকার অপর দিকের গলুই পর্যন্ত যেতে হবে প্রায়। নৌকার ধার দিয়ে সামান্যই ফাঁকা জায়গা আছে। মিতা এক সময় টাল খেয়ে জলে পড়ে গেল। নৌকা সমেত লোক হই হই করে উঠল। মাঝি সাথে সাথে নৌকা থেকে জলে নেমে ওকে তুলে আনল। ভাগ্যিস নৌকাটা নদীর কিনারায় আছে। মিতাকে জল থেকে টেনে তোলার পর জানা গেল ও সাঁতার জানে না। চোখ বন্ধ। মনে হয় ভয় পেয়েছে। একটু পরেই চোখ খুলল। অনেকক্ষণ সে চোখ রইল শূন্য ভাষাহীন। মাত্র মিনিট দুয়েক। তারপরেই উঠে দাঁড়াল। অনেকেই বলল, বেশ শক্ত ধরনের মেয়ে, উপর থেকে কিছু বুঝা যায় না। এদিকে অনেকেই নেমে পড়েছে নৌকা থেকে। জামাইবাবু মিতার কাছে এগিয়ে আসলো। বলল, "এবার কী হবে? এই ভিজে জামা পরে থাকবে কী করে!"

চলবে...

বাংলা ভাষীদের উপর নির্যাতনের প্রতিবাদে আইএনটিটিইউসি'র সভা ও মিছিল চাঁদপাড়ায়

নীরেশ ভৌমিক ঃ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বাংলা ভাষা ও বাংলা ভাষীদের উপর নির্যাতনের প্রতিবাদে সরব তৃণমূল কংগ্রেস। বাংলা ভাষার মর্যদা রক্ষায় সারা রাজ্যের সাথে গাইঘাটা ব্লকে ও পথে নামে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা- কর্মীগন। গত ২৪ আগষ্ট তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আই এন টি টি ইউ সি'র উদ্যোগে চাঁদপাড়ায় প্রতিবাদ সভা ও মিছিল হয়। তৃণমূল কংগ্রেসের গাইঘাটা ব্লক-২ কমিটির সভাপতি শিক্ষক শ্যামল বিশ্বাস ও দলের শ্রমিক সংগঠন আই এন ট টি ইউ সি'র ব্লক সভাপতি সমীর হাজরার (বাপী) আহ্বানে শ্রমিক সংগঠনের সদস্য ভ্যান ও টোটো, অটো চালক, রেল হকার সহ দলের নেতা-কর্মীগণ এদিনের কর্মসূচীতে যোগ দেন। এদিন অপরাহ্নে চাঁদপাড়া স্টেশন সংলগ্ন শালবাগান অঙ্গনে এক জমায়েতে বাংলা ভাষা ও বাংলা ভাষী মানুষ ও পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে কেন্দ্রের ও বিভিন্ন রাজ্যের বিজেপি সরকারের পুলিশের অমানবিক কার্যকলাপের প্রতিবাদ জানিয়ে জোরালো বক্তব্য রাখেন সংগঠনের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি নারায়ন ঘোষ (নান্টু), মহিলা সংগঠনের সভানেত্রী ইলা বাকচি, জেলা পরিষদ সদস্য অভিজিৎ বিশ্বাস ও শিপ্রা বিশ্বাস, যুব সভাপতি সব্যসাচী ভট্ট ও সভাপতি শ্যামল বিশ্বাস প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। দলনেতা বাপী হাজরা ও গোলক ভট্টাচ্যার্যর পরিচালনায় সভা শেষে এক বর্ণময় মিছিল চাঁদপাড়া স্টেশন রোড ধরে চাঁদপাড়া বাজার হয়ে দলের কার্যালয়ে গিয়ে শেষ হয়। দলীয় পতাকা, ফ্লেক্স-ফেস্টুন ও রঙ-বেরঙের বেলুনে ও স্লোগানে বিশাল মিছিল এলাকায় বেশ সাড়া ফেলে।

রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার স্কুল ভিত্তিক নাট্যকর্মশালা চারঘাট মিলন মন্দিরে

নীরেশ ভৌমিক ঃ শিক্ষা দপ্তরের থিয়েটার ইন এডুকেশন প্রকল্পে গোবরডাঙার রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার উদ্যোগে গত ২১-২৩ আগষ্ট স্কুল ভিত্তিক এক নাটকের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল চারঘাট মিলন মন্দির বিদ্যাপীঠ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। তিনদিনের এই কর্মশালায় বিদ্যালয়ের ৮ মে থেকে দ্বাদশ শ্রেনির ২৮ জন শিক্ষার্থী অংশ গ্রহন করে। ২১ আগষ্ট মধ্যাহ্নে আয়োজিত কর্মশালার সূচনা করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পীযূশ কান্তি দাস, উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক পাঁচু গোপাল হাজরা, রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার সম্পাদক প্রদীপ ভট্টাচার্য প্রমুখ। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন সংস্থার কর্ণধার বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য। নারী নির্যাতন, শিক্ষকদের প্রতি অসম্মান, বৃক্ষ ছেদন ইত্যাদি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষনার্থীগণ চারটি বিভাগে চারটি নাটক উপস্থাপন করে। প্রতিটি নাটকেই সামাজিক অবক্ষয়ের ও পুনঃনির্মানের কথা বলা হয়েছে। ২৩ আগষ্ট কর্মশালার শেষ দিনে কর্মশালায় নাটিকাগুলি পরিবেশিত হয়। এদিন প্রধান শিক্ষক পীযূশবাবু ও অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকাগণ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ সাংবাদিক জাহাঙ্গীর হাবিব, ও সুব্রত দাস সহ অন্যান্য সাংবদিকগণ। রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার পরিচালক বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, নাট্য কর্মী পবিত্র সরকার, দেবব্রত মজুমদার প্রমুখের সহযোগিতায় আয়োজিত নাট্য কর্মশালা সার্থকতা লাভ করে।

COMPUTER &
PRINTER REPAIRING
যত্ন সহকারে সামনে বসে কাজ করা হয়
কার্টিজ রিফিল করা হয়।

UNICORN
Mob. : 9734300733
অফিস ঃ কোর্ট রোড, লোটাস মার্কেট, বনগাঁ, উঃ ২৪ পরঃ

দত্তপুকুর দৃষ্টির স্যালুট ডে উদ্‌যাপন

সংবাদদাতা ঃ সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদানের মাধ্যমে স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর শহীদদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের মধ্যদিয়ে শুরু হয় দত্তপুকুর দৃষ্টি নাট্য সংস্থা আয়োজিত ১৯তম বর্ষের স্যালুট ডে। সন্ধ্যায় সংস্থার শিল্পচর্চা কেন্দ্র শিল্প শালায় মঞ্চস্থ হয় দু'খানি নাটক। প্রথম নাটক সংস্থার কর্ণধার বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সামগ্রিক ভাবনা ও নির্দেশনায় মঞ্চস্থ হয় সাত্যকি ভট্টাচার্যের মঞ্চসফল নাটক 'মৎস মুখ'। এদিনের দ্বিতীয় নাটক রবিঠাকুরের কাহিনী অবলম্বনে সকলের ভালো লাগার নাটক 'আশ্রম পীড়া'।

MOBILE KING
যে কোন প্রকার মোবাইল
বিক্রয়, মেরামত ও মোবাইলের
জিনিসপত্র ক্রয় বিক্রয় করা হয়।
8944800404

জল্পনা, সম্ভাবনা ওড়ালেন সুব্রত

প্রথমপাতার পর...

করবেন কিনা তা নিয়ে আলোচনা চলছে।

যদিও সোমবার সুব্রত বাবু বলেন, নিজের বউকে টিকিট দেবে বলে শান্তনু ঠাকুর আমাকে কালিমা লিপ্ত করার চেষ্টা করছে। আমার তৃণমূলে যোগদানের কোন সম্ভাবনা নেই। যদিও শান্তনু বাবু দাবি করেছেন বিজেপির টিকিটে দাঁড়িয়ে জয়, জয়ী হয়ে তৃণমূলে যোগদান করে সুব্রত ঠাকুর মন্ত্রী হতে চাইছেন। রাজনৈতিক ক্ষমতা পদ দখলের চেষ্টা করছেন।এ বিষয়ে নেতৃত্বকে জানানো হয়েছে তারা নিশ্চয়ই কোন ব্যবস্থা নেবেন। এ বিষয়ে মমতা ঠাকুর বলেন, সুব্রত তৃণমূলে যোগ দেবেন কি দেবেন না এটা তার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বিষয়। সুব্রত ঠাকুর তৃণমূলে যোগদান করলে তিনি কি সমর্থন করবেন, সে প্রশ্নে মমতা ঠাকুর বলেন, দলের উর্ধ্বতন নেতৃত্ব যে সিদ্ধান্ত নেবেন এটাই আমরা মেনে নেব।

সুব্রতর তৃণমূলে যোগদানের বিষয়ে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, সুব্রত ঠাকুর তৃণমূলে যোগদান করবেন এমন কোন বিষয় আমাদের জানা নেই। দুই ভাইয়ের মধ্যে টাকা পয়সা নিয়ে ব্যবসায়িক বিবাদ চলছে। সুব্রত ঠাকুর তৃণমূলে যোগদান করবে কিনা, তা দলীয় নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত নেবে।

শনিবার নাট মন্দিরে শিবির করা নিয়ে গোলমাল বেঁধেছিল দুই ভাইয়ের। শান্তনু ঠাকুরের অনুগামীরা নাট মন্দিরে শিবির করায় সুব্রত ঠাকুর প্রতিবাদ জানান, তারপরেই গোলমাল ছড়িয়েছিল। যদিও সোমবারও শান্তনু ঠাকুরের লোকজনই নাট মন্দিরে শিবির বসিয়েছেন। শান্তনু সুব্রতর মা ছবি ঠাকুর বলেন, আমি চেয়েছিলাম নাট মন্দিরে দুই ভাই পাশাপাশি বসে শিবির করুক। কিন্তু শান্তনু তা না মানায় গোলমাল বাঁধে। ভয় পেয়ে আমি মমতা ঠাকুরের দ্বারস্থ হয়েছিলাম। এরসঙ্গে সুব্রত তৃণমূলে যাওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই।

সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত বাণীপুর সুন্দরম এর বার্ষিক উৎসব-২০২৫

সঞ্জিত সাহা ঃ জেলার অন্যতম নৃত্য শিক্ষার প্রতিষ্ঠান বাণীপুর সুন্দরম এর বার্ষিক উৎসব ও নৃত্যানুষ্ঠান সম্পন্ন হল গত ২৪ আগষ্ট অশোকনগরের শহীদ সদন অনুষ্ঠান গৃহে। এদিন সন্ধ্যায় সুসজ্জিত আলোকজ্জ্বল মঞ্চে সংস্থার একঝাঁক নৃত্যশিল্পীর পরিবেশনায় মঞ্চস্থ হয় মহিষাসুরমর্দ্দিনী। অসুর ও দুর্গা সহ সকল শিল্পীগণের নৃত্যশৈলী সমবেত দর্শক মণ্ডলীকে মুগ্ধ করে।

উদ্বোধনী নৃত্যানুষ্ঠান শেষে বিশিষ্ট যন্ত্রশিল্পী ও গায়ক চন্দ্রচূড় ভট্টাচার্য্য, বিশ্বজিৎ পাল, দেবমাল্য দাশগুপ্ত, অর্ণব হালদার ও জয়দীপ সিন্‌হা এবং অশোকনগর পৌরসভার স্থানীয় কাউন্সিলর তারক দাস ও প্রবীণ সাংবাদিক নীরেশ চন্দ্র ভৌমিককে স্বাগত জানান, সংস্থার প্রাণপুরুষ বিশিষ্ট নৃত্যশিক্ষক ও শিল্পী সুজিত কর্মকার। সদস্যগণ সকলকে উত্তরীয়, গাছের চারা ও স্মারক উপহারে বরণ করে নেন। বিশিষ্ট সেতার শিল্পী চন্দ্রচূড় ভট্টাচার্য্য তাঁর বক্তব্যে এতদঞ্চলের নৃত্যচর্চা ও প্রসারে বাণীপুর সুন্দরম তথা তাঁর শিক্ষাগুরু সুজিতবাবুর প্রয়াসকে সাধুবাদ জানান।

সুসজ্জিত মঞ্চে প্রখ্যাত ছড়াকার সুকুমার রায়ের বিভিন্ন ছড়া ও কবিতা অবলম্বনে সংস্থার কচি-কাঁচাদের মনোজ্ঞ নৃত্যের অনুষ্ঠান এবং বাবুরাম সাপুড়ে সহ বিভিন্ন চরিত্রে নিতাই সাধুর অভিনয় দর্শকদের মন জয় করে। এদিনের অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ স্বনামখ্যাত্যা নৃত্যশিল্পী আরাইনার কত্থক নৃত্যের অনুষ্ঠান হলভর্তি দর্শক সাধারণের উচ্ছসিত প্রশংসা লাভ করে। অর্ণব হালদার, তুহীন চ্যাটার্জী ও সংগীতা আইচ ভৌমিকের নৃত্যানুষ্ঠান প্রশংসার দাবী রাখে। বিশিষ্ট সঞ্চালক স্নেহাশিস পালের সুচারু পরিচালনায় সুন্দরম আয়োজিত এদিনের সমগ্র অনুষ্ঠান প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

প্রধানের বিরুদ্ধে গাছ বিক্রির অভিযোগ

প্রথমপাতার পর...

বিপদজনক গাছটি কেটে দিয়েছে দুলাল বাবু না জেনে না শুনে ভিত্তিহীন অভিযোগ করছে,ভোটের আগে প্রচারে আসার চেষ্টা করছে। যদিও দুলাল বাবুর অভিযোগ নিয়ে স্থানীয় মহিলারা বলেছেন, একটি গাছ খুব বিপদজনক অবস্থায় ছিল এবং পার্কের মধ্যে আগাছা জঙ্গলে ঢোকা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমরা গ্রামের মানুষ পার্কটি পরিষ্কার করেছি। গাছ কেটে সংস্কার করেছি।

বাধার মুখে কংগ্রেসের প্রতিনিধি দল

প্রথমপাতার পর...

ছেলে সুব্রত ঠাকুর সেখানে আসেন এবং কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে তাদের চলে যেতে বলেন। যা নিয়ে উত্তেজনা তৈরি হয় ঠাকুরবাড়ি এলাকায়। জেলা কংগ্রেসের সভানেত্রী ইন্দ্রানী দত্ত চ্যাটার্জী সুব্রত ঠাকুর এসে মেজাজ দেখিয়ে আমাদের চলে যেতে বলে আমরা কাজে বাধার সৃষ্টি করছি। ঠাকুর বাড়ির সবার। আমাদেরও আসার অধিকার আছে। আমরা ব্যথিত হয়েছি। এ বিষয়ে সুব্রত ঠাকুর কোন মন্তব্য করতে চাননি। তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, ঠাকুরবাড়িতে যে কেউ যেতে পারে, সবার যাবার অধিকার আছে। যদি কেউ বাধা দিয়ে থাকে, সেটা অনৈতিক।

নাবিক নাট্যম-এর স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

নীরেশ ভৌমিক ঃ নাটকের শহর গোবরডাঙার অন্যতম নাট্যদল নাবিক নাট্যম বিগত বছরগুলির মতো এবারও স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করে। গত ১৫ আগষ্ট ৭৯তম স্বাধীনতা দিবসের পুন্য প্রভাবে সংস্থার প্রতিষ্ঠাকালের সদস্য সোমনাথ রাহা কর্তৃক জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে দিনভর আয়োজিত নানা অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা তাঁদের বক্তব্যে দিনটির গুরুত্ব এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর শহীদদের স্মরণ করে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন।

সরকারি চাকরি ও ঋণ পাইয়ে দেওয়ার নাম করে প্রতারণার অভিযোগের ধৃত যুবক

রাহুল দেবনাথ ঃ কখনো বিডিও অফিসের কর্মী, কখনো সিডিপিও অফিসের কর্মী পরিচয় দিয়ে সরকারি চাকরি পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মানুষের কাছ থেকে টাকা নিয়ে প্রতারণার অভিযোগ উঠল এক যুবকের বিরুদ্ধে। বাগদা এলাকার ঘটনা। অভিযোগ, ওই যুবক সরকারি ঋণ প্রকল্পে ঋণ পাইয়ে দেওয়া বা সরকারি প্রকল্পে বাড়ি পাইয়ে দেওয়ার নাম করেও টাকা আত্মসাৎ করত। এমনকি জাল ভারতীয় নথিপত্র তৈরি করে বিক্রি করার অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে বুধবার রাতে পুলিশ শুভজিৎ দাস নামে ওই যুবককে গ্রেফতার করে। বৃহস্পতিবার তাকে বনগাঁ মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে ৭ দিনের পুলিশি হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন।সে দীর্ঘদিন ধরে এই প্রতারণার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। বাগদার প্রভাবশালী এক তৃণমূল নেতার ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। তার নাম ভাঙিয়ে সে এইসব কর্ম করে বেড়াতে বলে অভিযোগ। সে কারণে মানুষ তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে ভয় পেত। বাসিন্দারা জানিয়েছেন, কোন কাজকর্ম না করলেও আর্থিকভাবে ফুলে-পেপে উঠেছিল শুভজিৎ। তার বাইক আছে, এমনকি গাড়িও আছে। গাড়ি বাইকে বিডিও স্টিকার লাগিয়ে ঘুরে বেড়াতো। এর আগেও তার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ উঠেছিল। কিন্তু লিখিত অভিযোগ না থাকায় পুলিশ তাকে গ্রেফতার করতে পারেনি। বুধবার হেলেঞ্চার বাসিন্দা সঞ্জয় মণ্ডল তার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। সঞ্জয় বাবুর অভিযোগ, তার আত্মীয়দের আইসিডিএস- এ চাকরি দেওয়ার নাম করে তার কাছ থেকে এক লক্ষ ২৫ হাজার টাকা নিয়েছিল। কিন্তু সেই টাকা সে ফেরত দেয়নি। পুলিশ জানিয়েছে, দিন কয়েক আগে নলডুগারি বাজারে গিয়ে সে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আর্থিক প্রতারণা করেছে। নিজেকে বিডিও অফিসের কর্মী পরিচয় দিয়ে মাছ মাংস সবজি পেট্রোল কিনে টাকা না দিয়ে চম্পট দেয় সে। অভিনব কায়দায় সে এই প্রতারণা করে। ব্যবসায়ীরা বুঝতে পেরে ওকে ধাওয়া করলে বাইক নিয়ে পালিয়ে যায়। সিসি ক্যামেরার ছবিতে ওর বাইকের নাম্বারটি দেখা যায়।

দুর্গত মানুষজনকে সাহায্যের দাবিতে প্রধানকে ডেপুটেশন

নীরেশ ভৌমিক ঃ অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামের বানভাসি মানুষজনকে সরকারি সাহায্য প্রদান সহ বিভিন্ন দাবিতে গাইঘাটার ঝাউডাঙা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানকে স্মারকলিপি দেয় সি পি আই এম এর গন সংগঠন সারা ভারত কৃষক সভা। কৃষক সভার নেতা বিপ্লব মজুমদারের নেতৃত্ব সংগঠনের এক প্রতিনিধিদল ১১ দফা দাবি সম্বলিত এক স্মারকলিপি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান আন্না বিশ্বাস অধিকারীর হাতে তুলে দেন। স্মারক লিপিতে দাবি গুলির মধ্যে ছিল অঞ্চলের বন্যা দুর্গত মানুষজনকে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে হবে। সভাইপুর মোড় থেকে কার্তিক পালের ভাটা পর্যন্ত পাকা সড়ক সহ অঞ্চলের অন্যান্য গ্রামের বেহাল রাস্তাগুলির অবিলম্বে সংস্কার করা, ইছামতী নদী সংস্কারে উদ্যোগ গ্রহন, দরিদ্র মানুষজনের পঞ্চায়েত কর কমানো, ৬০ বৎসর বয়স হলেই বার্ধক্য ভাতা প্রদান। ভাতা ১ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে তিন হাজার টাকা করার দাবিও জানানো হয়। সেই সঙ্গে অঞ্চলের বাসিন্দাদের ইছামতী নদী পারাপারের জন্য পঞ্চায়েতের ব্যবস্থাপনায় বিনা ব্যয়ে পারাপারের জন্য নৌকার ব্যবস্থা করার দাবিও স্মারক লিপিতে স্থান পায়।

সাংস্কৃতিক কর্মীর উপর হামলা, দোষীদের গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবি এলেকাবাসীর

সংবাদদাতা ঃ ঠাকুরনগর ষ্টেশন সংলগ্ন রেলগেটের পাশেই থাকেন ঠাকুরনগর থিয়েট্রিক্সের পরিচালক ও বিশিষ্ট মূকাভিনেতা জগদীশ ঘরামী। গত ২৩ আগষ্ট তাঁর উপরে হামলা চালায় একদল দুষ্কৃতী। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, ওইদিন জগদীশবাবু তাঁর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর ভাইকে বকাঝকা করছিলেন, সেই সময় নেহারু ও নেপাল নামক দুই দুষ্কৃতী হঠাৎ করেই তাঁর উপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ। তাঁকে রাস্তায় ফেলে মারধর শুরু করে বাধা দিতে গেলে আর দুজন দুষ্কৃতী তাঁর উপর চড়াও হয়।

সে সময় জগদীশের পরিবারের লোকজন তাঁকের রক্ষা করতে এলে তাঁদেরকেও মারতে শুরু করে। তাঁর দুই ভাগ্নেকে মেরে রক্তাক্ত করে দেয়, দুষ্কৃতীদল ভাগ্নিকেও মারে, ডান কানে সে আঘাত পায়। বিনা কারনেই তাঁরা তাঁকে এবং স্বজনদেরও মারধর করে বলে অভিযোগ।

ঘটনার দিনই জগদীশবাবু আহত অবস্থায় স্থানীয় গাইঘাটা থানায় গিয়ে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করেন। পুলিশ এসে ঘুরে গেলেও কাউকেই গ্রেপ্তার করতে পারে নি। জগদীশ বাবু জানান, এই দুস্কৃতী দল, আমার ঘরের পাশেই দিন রাতে আড্ডা মারে। গাঁজা, মদ বিক্রি করে, সাট্টা জুয়া খেলা হয়। আমি এসব পছন্দ করিনা। সে কারনেই সম্ভবত আমার উপর আক্রমন। শুধু তাই নয়, ওরা এখান থেকে আমাকে উচ্ছেদের পরিকল্পনা করছে।

একজন নাট্যকর্মীর উপর এধরনের হামলার ঘটনায় হতবাক্ এলেকার শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষজন। ঠাকুরনগর সহ পার্শ্ববর্তী এলেকার সাংস্কৃতিক কর্মীগণ সকলেই এই ঘটনার নিন্দা করেন এবং দুষ্কৃতীদলকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও কঠোর সাজার দাবি জানান।

স্বাধীনতা দিবসে বৃক্ষ চারা প্রদান মহলা নাট্যমের

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ১৫ আগষ্ট দেশের ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন এবং সেই সঙ্গে বৃক্ষচারা প্রদান ও রোপন কর্মসূচী পালন করে মছলন্দপুরের মহলা নাট্যম এর সদস্যগন। সংগঠনের অন্যতম কর্নধার শিক্ষক সুকান্ত ভট্টাচার্য জানান, স্থানীয় বন্ধুমহল ক্লাবের সহযোগিতায় সংস্থার সদস্যগন এলেকার বিভিন্ন মাঠের ও রাস্তার পাশে বিভিন্ন বৃক্ষের চারা রোপন করেন। এদিনের বৃক্ষরোপন ও প্রদান কর্মসূচীতে বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন, প্রবীন শিক্ষক ও যাত্রাভিনেতা বিমল দাস, সমাজকর্মী গৌতম রায়, যোগা প্রশিক্ষক নবেন্দু দাস প্রমুখ।

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - 9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**